শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ সরকারের

এম এইচ রবিন
০৮ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দীর্ঘ সময়কাল কমিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ হ্রাস এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখতে বড় ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের আওতায় পাবলিক পরীক্ষার বিষয় সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ এবং পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় কর্মদিবস উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা ও ধারণাপত্র তৈরি করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পর এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষাবিদ, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

এনসিটিবির ধারণাপত্রে বলা হয়েছে, বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কর্মদিবস এবং এইচএসসি পরীক্ষা নিতে ৩০ থেকে ৩৫ কর্মদিবস বা তারও বেশি সময় লাগে। এ সময় দেশের অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখনঘণ্টা কমে যায়।

একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষার কারণে পরীক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ এবং উচ্চশিক্ষায় ভর্তি কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ায় শিক্ষাবর্ষের ধারাবাহিকতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে এনসিটিবি জানিয়েছে, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলে অংশীজনদের নিয়ে দুই দিনের যে কর্মশালার আয়োজন করা হবে, সেখানে এসএসসি ও এইচএসসির বর্তমান বিষয় কাঠামো পর্যালোচনা, পরীক্ষার ব্যাপ্তি কমানোর কৌশল নির্ধারণ, ডিসেম্বরের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ভারসাম্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে।

এ ছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে ন্যূনতম কতটি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া যৌক্তিক তা নির্ধারণ করা হবে। বর্তমান বিষয়গুলোর মধ্যে কোনগুলো একীভূত করা সম্ভব, আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়ের পুনর্বিন্যাস, ব্যবহারিক পরীক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের কার্যকারিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরা অংশ নেবেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, গবেষক, এনসিটিবি প্রতিনিধি, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯০ জন অংশীজন যুক্ত থাকবেন।

বিশেষজ্ঞ প্যানেলে রয়েছেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম প্রমুখ শিক্ষাবিদ।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক ড. একেএম মাসুদুল হক বলেন, পরীক্ষার বিষয় সংখ্যা ও কর্মদিবস কমানোর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণাপত্র মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফাতিহুল কাদীর বলেন, বর্তমানে আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই পরিমার্জনের কাজে ব্যস্ত। তাই এ বিষয়ে নতুন কোনো কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে শিক্ষা বোর্ডগুলোর মতামতের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক বলেন, সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।